অটোমেশন সংস্কারের দাবি : শিক্ষার্থী সংকটে বেসরকারি মেডিক্যাল

নিজস্ব
প্রতিবেদক

২৬ মে, ২০২৪
০৮:৪৮

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

শিক্ষার্থী সংকটে পড়েছে দেশের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো। গত দুই বছরে কলেজগুলোতে প্রায় ২০ শতাংশ আসন খালি ছিল। কমেছে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকপক্ষের দাবি,

এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তিপ্রক্রিয়ায় চলমান অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিই শিক্ষার্থীসংকটের প্রধান কারণ।

তাই অটোমেশন পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানান তাঁরা।

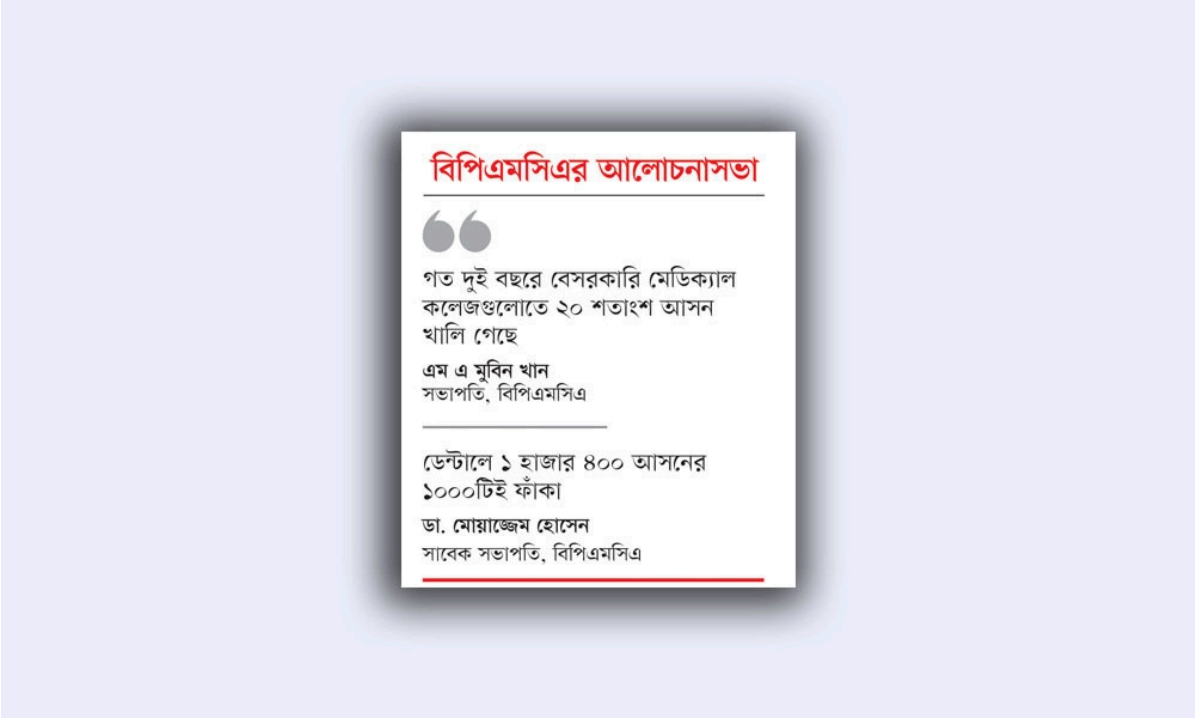

গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ভর্তিপ্রক্রিয়ার চলমান শিক্ষার্থীসংকটের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা’ শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ)।

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা অবশ্য শুধু অটোমেশনকে শিক্ষার্থী না পাওয়ার কারণ হিসেবে মানতে নারাজ।

তিনি বলেন, ‘অটোমেশন আগেও ছিল। শুধু অটোমেশনের জন্য শিক্ষার্থী আসছে না, তা হতে পারে না। এর অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।’

মানোন্নয়নের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, ‘বেসরকারিতে মানুষ সেবার মান নিয়ে ভাবে।

কারণ তারা এখানে অর্থ ব্যয় করছে। যথাযথ মান অনুযায়ী না থাকলে কাজ করার প্রয়োজন নেই। সেটা যে সেক্টরেই হোক না কেন।’

মূল প্রবন্ধে সংগঠনের সভাপতি এম এ মুবিন খান দেশের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত দুই বছরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ২০ শতাংশ আসন খালি গেছে।

চলতি বছরেও দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীর ছয় হাজার ২০৮টি আসনের মধ্যে এক হাজার ২০০ আসন খালি রয়েছে, যা মোট আসনের ১৯.৩২ শতাংশ।

তিনি বলেন, অটোমেশন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমতো মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে নিজ এলাকা থেকে দূরবর্তী জেলায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ হওয়ায় তারা আগ্রহ হারাচ্ছে।

বিপিএমসিএ-এর সাবেক সভাপতি ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ অন্যতম খাত। প্রতিবছর বিদেশ থেকে আড়াই হাজার শিক্ষার্থী এসব কলেজে ভর্তি হয়। অটোমেশন পদ্ধতিতে ভর্তির কারণে এসব বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমে যাওয়ার পাশাপাশি নানা সংকট দেখা দিয়েছে। এ বছর বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির হার কমে দাঁড়িয়েছে দেড় হাজারে। বিডিএস বা ডেন্টালের অবস্থা আরো ভয়াবহ। এক হাজার ৪০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৪০০ জন, অর্থাৎ ১০০০ আসনই ফাঁকা।

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রতিবছর চিকিৎসা বাবদ প্রায় সাত-আট বিলিয়ন ডলার বিদেশে চলে যাচ্ছে। চিকিৎসাসেবার ওপর মানুষের আস্থা এবং প্রতিযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) সভাপতি ডা. জামাল উদ্দীন চৌধুরী বলেন, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কলেজগুলোর আসনও ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অটোমেশন প্রক্রিয়ায় ভর্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

অবস্টেট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি সাবেক সভাপতি) ডা. রওশন আরা বেগম বলেন, ‘আশা করব এর পর থেকে নতুন করে কোনো বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ যেন চালু না হয়। বরং সিদ্ধান্ত নিন, বিদ্যমান যে কলেজগুলো আছে, সেগুলোর মানোন্নয়ন করবেন। শুধু বেসরকারি নয়, সব হাসপাতালেই শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করতে হবে।’

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. মো. শফিকুল আলম চৌধুরী বলেন, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে যে সংকট তৈরি হয়েছে সেগুলো মন্ত্রণালয়, বিএমডিসি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব মো. আবদুল করিম, বিপিএমসির সাধারণ সম্পাদক ড. আনোয়ার হোসেন খান, বিশ্বব্যাংক (সাউথ আফ্রিকা) হেড অব এডুকেশন ড. মোখলেসুর রহমান, বিপিএমসির সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ হাবিবুল হক প্রমুখ।